ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রলীগের নতুন কমিটি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

সম্প্রতি ছাত্রলীগের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর রাজনীতিতে মেরুকরণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে– এই দিকটির উপযুক্ত ব্যাখ্যায় আছে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশে তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর প্রেক্ষাপট ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার দিকটি বিচার প্রয়োজন। এ দেশে ছাত্র রাজনীতির ধারা প্রাচীন হলেও পূর্বকালীন আদর্শিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বর্তমানকালের ছাত্র সংগঠনগুলোর পার্থক্য প্রায় পর্বত সমান। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির যে ধারা গড়ে ওঠে সেখানে মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম। পরবর্তীকালে ভারত বিভক্তির পর ছাত্র রাজনীতি নতুন দিকে মোড় নেয়। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সাল থেকে উনিশ শ' একাত্তর পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ শাসনের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

পূর্ব পাকিস্তান আমলে এ দেশের ছাত্রদের দ্বিধারিক বিজয়ের ইতিহাস লিখিত– বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তর সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাংলাদেশ আমলে এ দেশের ছাত্র সংগঠনের কৃতিত্ব একটাই– স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটানো। এই তিনটি বড় ঘটনার ক্ষেত্রে এ দেশের ছাত্র সংগঠনের যে সম্পৃক্ততা তা চিরকাল স্বীকারযোগ্য। তা সত্ত্বেও একটি দিক সহজে স্বীকার্য যে, প্রাক বাংলাদেশ ও উত্তর বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্ব পাকিস্তান আমলে একাধিক ছাত্র সংগঠন জন্ম নিয়েছে এবং পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়েছে। যে দু'টি ছাত্র সংগঠন বর্তমানে বিলুপ্ত সে দু'টি হলো ছাত্রশক্তি ও এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট)। সাতচল্লিশ সালের পর প্রথম পর্যায়ে ছাত্রশক্তি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলেও নেতৃত্বের সঙ্কটে এই দলটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বিলুপ্ত হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে যে ছাত্র সংগঠন সবচেয়ে সক্রিয়, শক্তিশালী ও আদর্শবাদী দল হিসাবে ছাত্রসমাজে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে সেই ছাত্র সংগঠন হলো ছাত্র ইউনিয়ন। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে অন্য ছাত্র সংগঠনের কোন তুলনাই করা হতো না। ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে মেধাবী ও শিল্পী ছাত্রছাত্রীরা। উনিশ শ' একাত্তর পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের ছিল সুবর্ণ যুগ। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসন আমলে ও আইয়ুব খানের সময় গঠিত হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফ। এ দেশে এই প্রথম সরকার নিজস্ব ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলে বিপক্ষীয় ছাত্র সংগঠনকে পর্যুদস্ত

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে করতে উনিশ শ' বাষট্টি সালের দিকে সাংগঠনিক বিপর্যয় কাটিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আলোচ্য সময়ে সর্বপ্রথম ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হানাহানি সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের বিপক্ষে ছিল এনএসএফ, তবে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ছাত্রলীগের যে কোন সময় সংঘাত বাধেনি তা নয়। ছাত্রলীগের ছাত্রদের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায় তৎকালীন ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল)। একাত্তর সালের স্বাধীনতার পর ছাত্র ইউনিয়ন একাধিক শাখায় বিভক্ত হওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ছাত্রসমাজের ওপর তাদের পূর্বকালীন প্রভাব হ্রাস পায়।

স্বাধীনতার পর এনএসএফের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এবং ছাত্র সংগঠন হিসাবে ছাত্রলীগ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্যের জন্য ছাত্রলীগের একটি বড় অংশ মূল সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে জাসদ গঠন করার পর উভয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক প্রাধান্য পেতে থাকে। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের সময় ছাত্রলীগের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জন্ম নেয় ছাত্রদল। ইতোমধ্যে স্বতন্ত্র ধারায় মাদ্রাসাভিত্তিক ধর্মীয় আদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে গঠিত হয় জামায়াতের ইসলামী ছাত্রশিবির। বর্তমানে বাংলাদেশে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, জাসদ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রশিবির নামধারী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক ও শিক্ষাঙ্গনে পরিচিত। পাকিস্তান আমলে ছাত্র সংগঠনগুলো অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলনির্ভর ছিল না। তাদের মধ্যে প্রতিবছর যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীর ভোটে সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য পদ নিজেরাই বণ্টন করে নিত। এর ফলে দলে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হতো না। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না বলে রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বিভিন্ন সংগ্রামের আদর্শ গ্রহণ করে আন্দোলনে এগিয়ে যেত। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকায় দেশবাসীও তাদের আহ্বানে পাশে এসে দাঁড়াতেন। বিশেষত, দেশবাসীর ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দেশবাসী এগিয়ে আসতেন। আদর্শবাদ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই ছিল এর একমাত্র কারণ।

উনিশ শ' একাত্তর সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছাত্র সংগঠনগুলোর মানসিক আদর্শ ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ সময় প্রাধান্য পায় একই দলের বিবদমান শাখার মধ্যে আত্মদ্বন্দ্বের প্রকাশ। স্বাধীনতার পর মুহসীন হলে ও শামসুন নাহার হলের বাইরে ছাত্রলীগ কর্মীদের হত্যা তার অন্যতম প্রমাণ। পাকিস্তান আমলে এনএসএফের হাতে লাঠি ও হকিস্টিক দেখা দিলেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে ছাত্রদের হাতে শোভা পায় পিস্তল ও বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন হলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কারণে নিহত হয় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। বোমা তৈরি, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ছিনতাই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান আমলে ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা নিজেরা দলের কমিটি গঠন করলেও বাংলাদেশ আমলে ছাত্র সংগঠনের কমিটি গঠিত হয় রাজনৈতিক দলের নির্দেশে। দ্বিতীয়ত, আগে কেন্দ্রীয় কমিটি বলে কোন কমিটির অস্তিত্ব ছিল না এবং বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের কমিটি গঠন করত বলে আত্মদ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। বিরাট আকারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশে গঠনের পর অধিকারবঞ্চিত ছাত্রদের সঙ্গে অন্য ছাত্রদের সংঘাত প্রকাশ্য রূপ নেয়। তা ছাড়া আগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চর্চা হতো, বাংলাদেশ আমলে শিক্ষার্থীদের মুখ্য চর্চা হয়ে দাঁড়ায় পেশীশক্তির চর্চা।

> ***আগে যদি সন্ত্রাসবিহীন ছাত্র সংগঠন করা সম্ভব হতো তাহলে বর্তমানে তা অসম্ভব হবে কেন? এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা ও তাদের স্বাধীনভাবে দল গঠনে সুযোগ দান***

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে গঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি বিচার করা যায়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগের প্রাক্তন এক মন্ত্রীর নেতৃত্বে। কেন্দ্রীয় কমিটির এক শ' নব্বই জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে অসন্তুষ্ট ছাত্রলীগকে মূল কমিটিতে কো-অপটের মাধ্যমে। বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ তা হলো, এখানে অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বেশি। জন সদস্যের মধ্যে প্রকৃত ছাত্রের সংখ্যা মাত্র পঁয়ত্রিশ জন। অছাত্র শব্দের অর্থ যাদের ছাত্রত্ব বহু আগেই শেষ হয়েছে এই শ্রেণীর সদস্য। আরও একটি গুরুতর অভিযোগ হলো এই কমিটিতে অনেক চিহ্নিত সন্ত্রাসী অন্তর্ভুক্ত, যাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ বিদ্যমান। তা ছাড়া ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র লঙ্ঘিত হয়েছে অছাত্র বিবাহিত ও বয়স্ক ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তির কারণে।

ছাত্রলীগের নতুন গঠিত কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে অছাত্র, বিবাহিত ছাত্র, বয়স্ক ছাত্র ও সন্ত্রাসী নামধারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগই প্রধান। এখানে দু'টি প্রশ্ন বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। প্রথমটি হলো, ছাত্রলীগের মতো পুরনো সংগঠনে অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সর্বক্ষেত্রেই ছাত্র সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত বর্তমান ছাত্রদের সহায়তায়। কারণ সংগঠনে অছাত্র, বয়স্ক ছাত্র ও সন্ত্রাসী অন্তর্ভুক্ত থাকলে তাদের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সমীকরণ কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। ছাত্র সংগঠনে অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের প্রয়োজন কেন–এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে যে কোন সংগঠনে অছাত্র ও সন্ত্রাসীরা হল পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে। অছাত্র হিসাবে শিক্ষাঙ্গন কর্তৃপক্ষের তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। এই শ্রেণীর ছাত্রদের মুখ্য ভূমিকা হলো অন্য ছাত্র সংগঠনের ওপর আঘাত করা, যা শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিক অবস্থা জটিল করে তোলে। তা ছাড়া অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একাধিকবার শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত ঘোষণার যে দাবি উঠেছে বর্তমান কমিটি দেখার পর বাস্তবের সঙ্গে তার পার্থক্য ও বিরোধ যে কোথায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অছাত্র সদস্য ও সন্ত্রাসীর যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে বিচার করে বর্তমান ছাত্রলীগ কমিটিকে তার কোন ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করার কোন উপায় নেই। দেশে সুস্থ রাজনীতি চর্চার পথ প্রশস্ত করার জন্য প্রয়োজন সন্ত্রাসবিহীন রাজনৈতিক দল ও সন্ত্রাসবিহীন ছাত্র সংগঠন। কারণ দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুস্থ ও বিবেকবান ছাত্র সংগঠন নির্মিতি, যাদের দায়িত্ব হবে রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যতমুখী প্রস্তুতি। আগে যদি সন্ত্রাসবিহীন ছাত্র সংগঠন করা সম্ভব হতো তাহলে বর্তমানে তা অসম্ভব হবে কেন? এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা ও তাদের স্বাধীনভাবে দল গঠনে সুযোগ দান। এই দিকটি বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ নিজের দলে অছাত্র ও সন্ত্রাসীর অন্তর্ভুক্তি অন্য রাজনৈতিক দলকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমশ্রেণীর দল গঠনে অগ্রসর হতে বাধ্য করবে। এর ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে